আইএসআইএস (ISIS) এর প্রবীণ নেতৃত্ব

সিরিয়া এবং ইরাকের আইএসআইএস (ISIS)-এর নেতৃত্বের বেশিরভাগ হচ্ছে প্রাক্তন ইরাকি অফিসার, যারা সাদ্দাম হোসেনের বাথ পার্টির সদস্য ছিল। তাদের কেউ কেউ নিহত হয়েছে, কিন্তু ধারণা করা হয় তাদের বদলি করা হয়েছে অন্যান্য ইরাকি অফিসারদের দ্বারা। এদের কয়েকজনকে হয়তো আপনারা জানেন -

আবু মুসলিম আল আফারি আল-তুর্কমানি

বাথ শাসনব্যবস্থা

মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স কর্ণেল, রিপাবলিকান গার্ডের প্রাক্তন সদস্য।

জামা'হ দাওলা

আমেরিকার বিমান হামলায় নিহত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইরাকে বাগদাদীর ডেপুটি।

আবু আলি আল-আনবারি

বাথ শাসনব্যবস্থা

ইরাকি আর্মির মেজর জেনারেল।

জামা'হ দাওলা

সিরিয়ায় 'ইসলামিক এস্টেট'-এর বাগদাদীর ডেপুটি।

হাজি বকর

বাথ শাসনব্যবস্থা

প্রাক্তন ইরাকি আর্মির কর্ণেল।

জামা'হ দাওলা

আবু বকরকে খলিফা নির্বাচনের জন্য মূল পদক্ষেপ গ্রহণকারী। ২০১৪ সালে গুপ্তহত্যার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাগদাদীর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা।

আবু আইমান আল-ইরাকি

বাথ শাসনব্যবস্থা

বিমান বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স কর্ণেল।

জামা'হ দাওলা

প্রবীন নেতা, ধারণা করা হয় সামরিক পরিষদের সদস্য।

কয়েক বছর আগেও এরা মুর্তাদ ছিলো এবং আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌র মুসলিমদেরকে হত্যা করত, আর এখন এরা আমাদের নেতা।

আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিৎ, এই দল পরিচালনা করছে প্রাক্তন বাথিষ্টরা, যাদের ইসলামিক জ্ঞানের অভাব আছে, যারা আমাদের আলেমদের সিদ্ধান্তকে বিকৃত করছে, অন্যান্য মুওয়াহিদিন ও মুজাহিদিনদের অত্যাচার ও হত্যা করতেছে। তারা সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে অন্যান্যদেরকে কুফর ও মুর্তাদ হিসেবে অভিযুক্ত করতেছে এবং এ কারণে তাদের রক্ত ও সম্পদকে বৈধ ঘোষণা করছে, তারা দুর্বৃত্তের মানসিকতা নিয়ে জিদ ধরে আছে যে, মুসলিমরা হয় তাদের সাথে আছে অথবা তাদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ, কুফর শিবিরের সাথে মিত্র!)। তাহলে মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের সময় আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় কোথায়? মুসলিমদের রক্তের পবিত্রতার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় কোথায়? আল্লাহ্‌র শরীয়তের মাধ্যমে সালিশের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় কোথায়? সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কুফর ঘোষণা করার সময় আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় কোথায় ?

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ইসলাম কিভাবে প্রাক্তন মুরতাদদের সাথে আচরণ করে ?

রিদ্দাহ্‌ যুদ্ধ এবং বিজয়ের সময়, আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাঃ) কোন প্রাক্তন মুর্তাদদের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তারা যখন তওবা করে, তাদের অবস্থান পরিষ্কার করে এবং কিছু ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করে, উমার (রাঃ) তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু উমার (রাঃ) তাদের কাউকেই নেতৃত্বের অবস্থানে নিযুক্ত করেন নাই। [আদ-দাওর আস-সিয়াসি লিল-সাফওয়াহ ফী 'সাদ্র আল-ইসলাম, পৃষ্ঠা - ৪২৯] এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উমার (রাঃ) সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে, তুহায়লাহ ইবনে খুওয়ায়লিদ আল-আসাদি এবং আমর ইবনে মা'দ ইয়াকরিব আয-যুবায়দি-এর বিষয়ে বলেন, "তাদের সাহায্য নাও, কিন্তু তাদেরকে একশত জনের উপরে নিযুক্ত করো না।"

[আত-তারীখ আল-ইসলামি, ১০/৩৭৫]